নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে কুষ্টিয়ায় ব্রিজের নির্মাণ কাজ বন্ধ

পাথরের সঙ্গে বালু মেশানো, পরিমাণে কম দেওয়া, মোটা বালুর পরিবর্তে ফিলিং বালু মেশানো, দিনের পরিবর্তে রাতে ঢালাই, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার জিসি গোপগ্রাম এলাকার জিসি সড়কের পিসি গার্ডার ব্রিজের নির্মাণ কাজ।
এলাকাবাসীর অভিযোগের সত্যতা পেয়ে গতকাল সোমবার বিকালে নির্মাণাধীন কাজ বন্ধ করে দেয় উপজেলা প্রকৌশলী অফিস।
উপজেলা প্রকৌশলী অফিস ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, দুই কোটি ৪৯ লাখ ৯২ হাজার টাকা ব্যয়ে ব্রিজটি নির্মাণে গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি চুক্তি করে নড়াইল জেলার লোহাগাড়া থানার লক্ষ্মীপাশার মেসার্স নূর কনস্ট্রাকশন। ওই বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু করার চুক্তি থাকলেও কাজের নমুনা মেলেনি কয়েক মাস পরেও। এরপর নির্ধারিত তারিখের পাঁচ মাস পরে ১৭ জুলাই ব্রিজের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।
উদ্বোধনের পর নির্মাণ সামগ্রী ফেলা রাখা হলেও নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেনি। অবশেষে মাস খানেক আগে ব্রিজের মাটির নিচে কয়েকটি পিলারের কাজ শুরু হতে না হতে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে কাজের মেয়াদ। এক বছর মেয়াদি কাজের মেয়াদ শেষ হলেও দেখা মেলেনি ব্রিজের।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, ব্রিজের পিলার নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে বালু মিশানো পাথর। মোটা বালুর সঙ্গে চিকন বালু ও দিনের পরিবর্তে রাতে চলছে ঢালাইয়ের কাজ।
এলাকাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদেন্ত সত্যতা মেলায় গতকাল বিকালে উপজেলা প্রকৌশলী অফিস কাজ বন্ধ করে দেয়। নির্মাণাধীন ব্রিজের পাশেই পলাশ হোসেনের হাঁসের খামার। পলাশ উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক। ব্রিজের নির্মাণ কাজ প্রসঙ্গে পলাশ বলেন, ‘এই ব্রিজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ও যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু ঠিকাদার পাথরের সঙ্গে বালু ও মোটা বালুর সঙ্গে ধুলাবালু মিশিয়ে কাজ করছেন। যা সম্পূর্ণ অনিয়ম ও ঝুঁকিপূর্ণ।’ তিনি আরও বলেন, অনিয়মের কথা বললেই চাঁদাবাজির হুমকি দেন।
হাসান নামের স্থানীয় একজন বলেন, কাজে ব্যাপক অনিয়ম হচ্ছে। এভাবে কাজ হলে ব্রিজটি ঝুঁকিপূর্ণ হবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় একজন স্কুলশিক্ষক বলেন, এক বছরেরও ব্রিজের মুখ দেখতে পারলাম না। মানুষের চলাচলের খুব কষ্ট হচ্ছে।
ওই ব্রিজ দিয়ে চলাচলকারী কুমারখালী সরকারি কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মুরাদ হোসেন বলেন, পাথরের বদলে শুধু বালু পাওয়া যাচ্ছে। ওপরে মোটা বালু থাকলেও ভেতরে ধুলাবালু। তিনি অভিযোগ করেন, অনিয়ম করতেই দিনের কাজ রাতে করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাউকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
কুমারখালী উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রহিম বলেন, বালু মেশানোসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে ব্রিজের কাজ আপাতত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কাজের মেয়াদও শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উদযাপন

কুষ্টিয়ায় কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত পুলিশ সদস্যদের স্মরণে “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উদযাপন করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ লাইন্সে জেলা পুলিশের আয়োজনে “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উদযাপন করা হয়।
তাঁদের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাদের স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম। এ সময় পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ নিহতদের পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে নিহত পুলিশ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালি শহর প্রদক্ষিণ শেষে পুলিশ লাইন্স সম্মেলন কক্ষে নিহতদের

স্বজনদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম।
এ সময় তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সাধারণ মানুষ যখন ঘুমায় তখন পুলিশ জেগে থাকে। মানুষের নিরাপদ ঘুম নিশ্চিত করে। এ দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন।
কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, তারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাদের পরিবারের কল্যাণ দেখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি বলেন, নিহত পুলিশ সদস্যদের পরিবারকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক।
তিনি আরও বলেন, পুলিশের পেশা অন্য যে কোন চাকরির চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এ পেশায় ঝুঁকি নিয়েই আমাদের প্রতিনিয়ত দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়। কর্তব্য পালনকালে জীবন উৎসর্গ করে পুলিশ সদস্যরা ত্যাগের এক সুমহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাদের এ আত্মত্যাগ আমাদের জন্য গৌরবের। দেশের মানুষ চিরদিন তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।
এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার’র পুলিশ সুপার, ড. এস এম ফরহাদ হোসেন, পিবিআই এর পুলিশ সুপার মোঃ শহীদ আবু সরোয়ার, সিআইডিার পুলিশ সুপার সৈয়দ আবু সায়েম বিপিএম (সেবা)সহ জেলা পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।
আলোচনা শেষে নিহতদের স্বজনদের মাঝে উপহার সামগ্রী তুলে দেন প্রধান অতিথি।
২০১৭ সাল থেকে নিহত পুলিশ সদস্যদের স্মরণে “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” প্রতি বছর ১লা মার্চ পালন করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় ডায়াবেটিস সচেতনতা

দিবস পালিত

‘প্রতিরোধে বাঁচবে জীবন’ এই স্লোগানে কুষ্টিয়ায় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস পালিত হয়েছে।
গতকাল রোববার সকাল ১০টায় কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হসপিটালের আয়োজনে দিবসটি পালন করা হয়েছে।
দিবসটি উপলক্ষে কুষ্টিয়া মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হসপিটাল চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হসপিটালের সভাপতি মতিউর রহমান লাল্টু সভাপতিত্ব করেন।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘ডায়াবেটিস রোগ হলে আমরা খুব ভীত হয়ে পড়ি। এটা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। মানুষের ডায়াবেটিস হতেই পারে, এতে বিচলিত না হয়ে ডাক্তারের পরামর্শে সচেতনভাবে চলতে হবে। ডায়াবেটিস রোগ বৃদ্ধি রোধে সবাইকে অনেক সচেতন হতে হবে।
জেলা প্রশাসক আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের জন্য করোনাভাইরাসের টিকা এনেছেন। তাই সবাইকে করোনাভাইরাসের টিকা নেওয়ার আহ্বান জানাই।’
এতে আরও বক্তব্য দেন হাসপাতালের সাধারণ সম্পাদক মোশফিকুর রহমান টরলিন, ডা. লাল মোহাম্মদ প্রমুখ।
এ সময় হাসপাতালের সেবা গ্রহীতা ও সুধীজনসহ তিন শতাধিক নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

একটি হুইল চেয়ার চায়

প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর

জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর (২৭)। পায়ের নিচের অংশ চিকন ও বাঁকা। হামাগুঁড়ি দিয়ে হাটতে হয় তাকে। ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না সে।
দেখে প্রথমে মনে হয় ৮-১০ বছরের শিশু। কিন্তু তার মায়ের কাছ থেকে বয়সের কথা শুনতেই জানা গেলো তার বয়স এখন ২৭ বছর।
কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তা মোড় সংলগ্ন এলাকার সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস গলিতেই এই প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর এর বসবাস। অর্ধশতাধীক হরিজন বাসিন্দাদের সাথে বসবাস থাকলেও পিয়াসী বাঁশফোরের বাবা আরেকটি বিয়ে করে অন্যত্র সংসার করছে। তার মা বেগম বাঁশফোর অনেকটা কষ্ট করেই বলে ফেললেন- “কেউ আমাদের দেখে না। এখন আমার মেয়ের একটা হুইলচেয়ার হলেই কেবল তাকে নিয়ে একটু বাড়ির পাশে ঘোরাতে পারতাম।”
এখন এই প্রতিবন্ধী ময়েকে নিয়েই তার মা বেগম বাঁশফোরের সংসার। কোন রকমে মেয়েটাকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি।
একটি ভাঙ্গা হুইলচেয়ারে অবহেলিতভাবে রয়েছে পিয়াসী বাঁশফোর। চাকা ঘোরে না কোনরকমে বসে থাকে এ ভাঙ্গা হুইলচেয়ারে। দেখলাম অনেক শিশুদের ভীড়ে আনন্দ চিত্তে আকাশের দিকে অবলীলায় চেয়ে আছেন পিয়াসী বাঁশফোর। একটি হুইলচেয়ার তাকে আরেকটু আনন্দ বয়ে আনতে সহায়ক হতে পারে। যদি কোন সহৃদয়বান ব্যক্তি তাকে একটি হুইলচেয়ার দিতেন তাহলে বেশ উপকৃত হতো।
ছবি তুলতে চাইতেই হাস্যোজ্জল মুখে পিয়াসী বাঁশফোর ছবি ওঠেন। কিন্তু ইশারায় একটি হুইলচেয়ার চেয় আকুতি জানায় সে।
এ সময় বেগম পিয়াসী বাঁশফোরের মা বেগম বাঁশফোরও মেয়ের জন্য একটি হুইল চেয়ারের আবদার করেছেন।

কুষ্টিয়ায় নারী বাতায়ন’র

উদ্যোগে হাসপাতালে হুইল চেয়ার প্রদান

কুষ্টিয়ায় নারীদের নিয়ে কাজ করা সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নারী বাতায়ন এর পক্ষ থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়েছে।
গতকাল রবিবার দুপুরে সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হুইলচেয়ার হস্তান্তর করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা: নাসিমুল বারী বাপ্পী, পিসিসিইইউ’র ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ লয়নী নিহার, নারী বাতায়ন ও মৌবনের কর্মকর্তা মীর তনিমা ও অনিক মাহমুদসহ সংশ্লিষ্টরা।
এ সময় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা: নাসিমুল বারী বাপ্পী সামাজিক ও মানবিক কাজে এগিয়ে আসার জন্য মৌবন কর্তৃপক্ষ এবং নারী বাতায়ন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। সংগঠনের সভাপতি ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আনজুম জনী বলেন, ভালো কাজের সঙ্গে সবসময় আমরা ছিলাম আমরা থাকবো। তিনি বলেন, নারী বাতায়ন সংস্থাটি মৌবনের উদ্যোগ। আমরা ব্যবসায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে শামিল হই। হাসপাতালে একে আমি অনুভব করলাম হাসপাতালে আগত রোগীদের জন্য ট্রলির ব্যবহার রয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধী রোগী আসলে তার জন্য করণীয় তেমন কোন হুইলচেয়ার নেই। তাই হাসপাতালে এই এই হুইলচেয়ার বিতরণ করলাম।

কুষ্টিয়ায় বিদেশি পিস্তল, ম্যাগজিন, গুলি ও ইয়াবাসহ আটক-১

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় একটি বিদেশি পিস্তল, ম্যাগজিন, ৭ রাউন্ড

গুলি ও ১১ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ জাহিদুল ইসলাম (৪৭) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
গত শনিবার রাতে ভেড়ামারা উপজেলার লালন শাহ সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে আটক করে হাইওয়ে পুলিশ।
আটককৃত জাহিদুল ইসলাম ভেড়ামারা পৌরসভার কাচারি পাড়ার মৃত গোলাম মোস্তফার ছেলে।
কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুলহাস উদ্দিন জানান, রাতে লালন শাহ সেতু সংলগ্ন এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় চেকপয়েন্টে থামতে নির্দেশ দিলেও না মেনে ছুটে চলে। পরে তাকে পিছু নিয়ে আটক করতে সক্ষম হই। এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, ৭ রাউন্ড গুলি ও ১১ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
আটককৃত জাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভেড়ামারা থানায় অস্ত্র ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

হরিজন শিশুদের জন্য স্কুল তৈরি করলো নারী বাতায়ন

সুবিধাবঞ্চিত হরিজন শিশু। পড়ালেখার সুযোগ হয় না তাদের। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠে ওরা। দলিত এই জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ের পাশে ‘মঙ্গলালোকে’ নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। সমাজের অবহেলা আর বৈষম্যের শিকার এ শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতেই স্কুলটি গড়ে তুলেছেন মৌবন পরিচালিত নারী বাতায়ন নামের এক সংগঠন।
খোলা আকাশের নিচে চট বিছিয়ে বসে পড়ালেখা করবে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা।
গতকাল শনিবার বিকেলে সেখানকার অর্ধশতাধীক শিশুদের মাঝে খাতা, কলম, রং পেন্সিল, স্কেল, শিক্ষা উপকরণ, স্কুল ব্যাগ, খেলাধুলার জন্য ফুটবল ও লুডু বিতরণ করা হয়।
এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে নারী বাতায়নের এ্যাডমিন মোস্তাফা স্বপ্নীল, নারী

বাতায়নের কর্মকর্তা আশিকুজ্জামান রনি, মৌবনের এক্সিকিউফ অফিসার মীর তনিমা, অনিক মাহমুদ, শিক্ষক শিলা আক্তার, জাতীয় শিশু সংগঠন (এনসিটিএফ) কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক লামিয়া সুলতানা পাবনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এরআগে এখানে একটি এনজিও দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলো। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলো শিশুরা।
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর স্লোগনকে সামনে রেখে ‘মঙ্গলালোকে’ নামে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং সুন্দর হাতের লেখা ও ছবি অঙ্গন শিখবে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা।
লেখাপড়া করে অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এ স্কুলের শিক্ষার্থী সিবা বাঁসফোর, অনিল বাঁসফোরসহ আরও অনেকে।
বাসিন্দা অভিভাবক বেগম বাঁসফোর বলেন, হরিজন সম্প্রদায়ের পড়াশোনা-বঞ্চিত ছেলেমেয়েরা এ স্কুলটিতে এখন পড়তে পারবে। এ যেন আমাদের খুশীর সংবাদ। আগে এ সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে ছিল কিন্তু মৌবনের উদ্যোগে নারী বাতায়ন এখানে আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করায় তাদের ধন্যবাদ।
নারী বাতায়নের সভাপতি ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আন্জুম জনী বলেন, এ সম্প্রদায়ের শিশুরা অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। তাদের পড়ালেখায় পারদর্শী করে তুলতে পারলেই তারা মানুষের মতো মানুষ হবে। তিনি আরও বলেন, হরিজন আমাদের দেশে একটি অবহেলিত সম্প্রদায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সব সুবিধা হতে তারা বঞ্চিত। হরিজন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মতো বাঁচার অধিকার রয়েছে। এটি সকলকে ভেবে দেখতে হবে।’ আমরা আমাদের সাধ্যমতো হরিজন সম্প্রদায়ের কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে সব ধরনের সহযোগিতা চেষ্টা করবো বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
নারী বাতায়নের কর্মকর্তা আশিকুজ্জামান রনি বলেন, হরিজন শিশুদের বর্ণমালা শেখার আগ্রহ আছে। কিন্তু বয়স্কদের মধ্যে অধিকাংশেরই শিক্ষা না থাকায় শিশুদের পড়াশোনা করানোর বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ কম। এই নারী বাতায়নের মাধ্যমে তারা অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাটা সম্পন্ন করতে পারবে।

ভেড়ামারায় শেষ হলো ৩ দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা চত্বরে কুষ্টিয়া অনলাইন উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) আয়োজিত সৃজনশীল উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলার শেষ হয়েছে।
গতকাল শনিবার দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলা মিলনায়তনে সমাপনী ও সেরা স্টলদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সোহেল মারুফ, ভেড়ামারা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন জুয়েল, ভেড়ামারা কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক মোস্তাফিজুর রহমান শামীম, প্রবীণ শিক্ষক বিনোদ কুমার বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার রতন, সুলতান, রানা মন্ডল ও শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সৃজনশীল উদ্যোক্তারা দেশে নতুন করে কর্মসংস্থান তৈরি করে অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। শুধু তাই নয়, আরও মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বক্তারা আরও বলেন, একজনের অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বচ্ছলতা না থাকতে পারে, কিন্তু যখন তার একটা বড় স্বপ্ন আছে, তিনিও সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সমান সম্ভাবনা রাখেন। মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন এর সৃষ্টি কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) গ্রুপের এই মেলায় ৪০টি স্টল স্থান পেয়েছে।
সেরা স্টল হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেন ঐতিহ্যর সমাহার, ২য় স্থান অধিকার করেন অঙ্গন বুটিকস এন্ড ব্যাগ হাউজ, ৩য় স্থান অধিকার করেন চিকেন হোম ডেলিভারী। তিন দিনের এই মেলায় উপচে পড়া ভীড় ছিলো।
কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) এর প্রধান (ক্রিয়েটর) মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন মুঠোফোনে জানান, ‘করোনার প্রথম দিকে নতুন উদ্যোক্তারা যখন এক প্রকার দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা অনুধাবন করি যে আমাদের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হলো দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা ও তাদের নিজেদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করা।
আমরা অনলাইনের মাধ্যমে সে সময় থেকে আমাদের সদস্যদের নিয়ে কর্মশালা এবং কীভাবে প্রোডাক্ট সেলিং, মার্কেটিং, সোর্সিং, প্রাইজিং হয়, এসব বিষয়ে অনেকবার জুম মিটিং করেছি। এছাড়াও ‘আমাদের

কাজ হলো তরুণদের ঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া। এজন্যই সবাইকে এক ছাদের নিচে আনার প্রচেষ্টা করেছি।’ সর্বপরি সফলও হয়েছিলো। করোনারর সময় থেকে এই গ্রুপ খোলার পর অনেকেই ঘরে বসে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে ব্যবহার্য সবই পেয়েছে এই গ্রুপের মাধ্যমে। এতে করে একদিকে যেমন মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি অপরদিকে অনেকর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। আর তিন দিন ব্যাপী আজকের এই মেলার সমাপনীতে অবশ্যই সাফল্য লাভ করেছি।

পরীক্ষার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

চলমান পরীক্ষাগুলো স্থগিতের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ও মার্চেই পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।
গতকাল শনিবার বেলা ১২টায় ব্যানার, প্লাকার্ড নিয়ে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা পরীক্ষার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থী অমিত হাসান বলেন, মার্চ মাসের মধ্যেই তাদের পরীক্ষা নিতে হবে। করোনার কারণে এখন আর কোনও কিছুই থেমে নেই। ২০১৮ সালের পরীক্ষা আমরা ২০২১ সালে দিচ্ছিলাম। সেটাও মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে। বিসিএস পরীক্ষা হয়েছে, আমাদের পরীক্ষা কেন থামানো হলো। আমাদের পরীক্ষা স্থগিত করে শিক্ষাজীবন ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
শারমিন আক্তার বলেন, দাবি মানা না হলে আমরা ঘরে ফিরে যাবো না। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সামনে এই আন্দোলনে মাস্টার্স শেষ বর্ষের ২০ থেকে ২২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

কুমারখালীতে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের দুই দিন পর কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রেশমা নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল শনিবার দুপুরে কুমারখালী উপজেলার হোগলাপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ির পাশের আবর্জনার স্তুপ থেকে এই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এলাকাবাসী জানান, এক বছর আগে কুমারখালীর হোগলাপাড়া গ্রামের ওহাবের ছেলে সুমনের সঙ্গে তেবাড়িয়া গ্রামের রেফাজের মেয়ে রেশমার বিয়ে হয়। সুমন মাদকাসক্ত থাকায় বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক কলহ চলছিল। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকেই রেশমা নিখোঁজ ছিল। গতকাল শনিবার ভোরে বাড়ির পাশে দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে খড়ের আবর্জনা সরালে নিহত রেশমার লাশ দেখতে পাওয়া যায়। থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে।
রেশমার পরিবারের সদস্যদের দাবি, মাদকাসক্ত স্বামী তাকে নির্যাতন করে হত্যার পর মৃতদেহ আবর্জনায় মধ্যে চাপা দিয়ে রাখে। কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মজিবুর রহমান জানান, নিহতের স্বামী পলাতক রয়েছে। তাকে ধরতে জোর চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর ঠিক কারণ জানা যাবে।